গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
PRESS INFORMATION DEPARTMENT. GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৪

রাজশাহীতে মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উৎযাপিত

রাজশাহী, ১৮ বৈশাখ (১ মে):

আজ পহেলা মে (শুক্রবার) মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস। সারাদেশের ন্যায় রাজশাহীতেও যথাযোগ্য মর্যদায় দিবসটি উৎযাপন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য– 'সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার নব প্রভাত'।

সকাল সাড়ে আটটায় বিভাগীয় শ্রম দপ্তর চত্বরে ফিতা কেটে দিবসটির উদ্বোধন করেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মো. মাফুজুর রহমান রিটন। এরপর একই স্থান থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে তেরখাদিয়াস্থ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এসে শেষ হয়। সকাল নয়টায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে দিবসটি উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেন বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং গ্রাম কল্যাণ কেন্দ্র।

রাজশাহী জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে বিভাগীয় কমিশনার ড. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মো. মাফুজুর রহমান রিটন, রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান, রাজশাহী জেলা পরিষদ প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. এরশাদ আলী ঈশা, পুলিশ সুপার মো. নাঈমুল হাসান, আরএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. মারুফ হোসেন, রাজশাহী সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক মো. নজরুল ইসলাম এবং রাজশাহী জেলা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি মো. রুকুনুজ্জামানআলম বক্তৃতা করেন।

বিভাগীয় কমিশনার বলেন, আমাদের শ্রমিকদের যথাযথ মর্যাদা সব জায়গায় এখনও আমরা নিতে পারিনি। আমাদের মিল কলকারখানা, অফিস-আদালত, যানবাহন এবং অন্যান্য যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে এখানে যারা শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন তাদের জীবন এখনো আমাদের সাধারণ জীবন মানের চেয়ে অনেক নিম্নে। কাজে এক্ষেত্রে আমাদের কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। আমরা যারা অফিসের কর্ণধার এবং মালিকপক্ষ আছি তারা যদি শ্রমিকদের নিজেদের পরিবারের অংশ হিসেবে মনে করি এবং তাদের প্রতি আমাদের যে নৈতিক, আইনগত এবং ধর্মীয় দায়িত্ব রয়েছে এটি যদি আমরা বিশ্বাস করি তাহলে আমরা কিন্তু তাদের জন্য ন্যূনতম খরচে অনেক কিছু করতে পারি। শুধু সদিচ্ছা সাথে সচেতন থাকলেই এটা করা সম্ভব।

তিনি আরও বলেন, আমরা যদি শ্রমিকদের কাছে শুধুই চাই এটা অনৈতিক হবে। আমাদের আগে শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ সঠিকভাবে দিতে হবে। আমরা যদি তাদের সঠিকভাবে কর্ম পরিবেশ দিতে পারি তাহলেই তাদের কাছ থেকে শতভাগ ফেরত পাবো। শ্রমিকদের বেতন দিয়েই কিন্তু শেষ না। তাদের যে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি রয়েছে সেদিকে লক্ষ্য

রাখতে হবে। আমরা যেন শ্রমিকদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারি। কারো কাজ কে যেন ছোট মনে না করি এবং কেউ যেন নিজেকে বড় মনে না করি। আমরা সবাই সমান। আমরা একেক জন একেক কাজ করি কিন্তু সর্বোপরি আমরা সবাই দেশের জন্য কাজ করি। তাহলে আমরা একটি সাম্যের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো , একটি সাম্যের সমাজ গড়ে তুলতে পারবো এক্ষেত্রে আমরা সবাই একসাথে এগিয়ে যেতে পারবো।

রাসিক প্রশাসক বলেন, শ্রমিকরা উন্নয়ন করবে, শ্রমিকরা দেশ গঠন করবে, এবং শ্রমিকরা তাদের পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ গঠন করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

তিনি আরও বলেন, নিরাপদ কর্ম পরিধি হিসেবে আজকে শ্রমিকরা যদি মর্যাদা পায় এবং তার শ্রমের ঘাম শুকানোর পূর্বেই যদি তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করা যায়। তবেই তার শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেসব শ্রমিক তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য দিনরাত্রি শ্রম দেয় আমরা যারা সমাজ ব্যবস্থার নেতৃত্ব দিচ্ছি তারা যেন শ্রমিকদের এই ন্যায্য অধিকার সুপ্রতিষ্ঠা করতে পারি এটায় হোক আমাদের আজকের অঙ্গীকার।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নানা পেশার শ্রমিকবৃন্দ এবং গণমাধ্যমকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

রুহুল/তৌহিদ/আতিক/ ২০২৬/১৩.০০ঘ